সংবাদ

তারিখ 22 JAN 2003
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

না।

ছাত্রদলের পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন নিয়ে জটিলতা

ঢা.বির কেন্দ্রীয় ও হল কমিটিতে অনেক নেতার বাদ পড়ার সম্ভাবনা

বশীর আহমাদ ঃ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন নিয়ে দেখা দিয়েছে জটিলতা। একই সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হল কমিটিগুলোতে অনেক ক্ষেত্রে ত্যাগী নেতাদের বাদ দিয়ে এলাকাভিত্তিক ও নিজের গ্রুপের অযোগ্য নেতা-কর্মীদের স্থান দেয়ার চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

গত পহেলা জানুয়ারি ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটি বিলুপ্ত করে শাহাবুদ্দিন লালুকে সভাপতি ও আজিজুল বারী হেলালকে সাধারণ সম্পাদক, সুলতান সালাহ উদ্দীন টুকুকে সিনিয়র সহ-সভাপতি, সেলিমুজ্জামান সেলিমকে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং শফিউল বারী বাবুকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ৫ সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়। একই সঙ্গে আমীরুল ইসলাম খান আলীমকে সভাপতি ও হাসান মামুনকে সাধারণ সম্পাদক করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি গঠন করা হয়। এরপর থেকে শুরু হয় পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া।

বর্তমান ছাত্রদলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ১৫১ সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটি হওয়ার কথা। আগে ১০১ সদস্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল কেন্দ্রীয় কমিটি। নাসিরউদ্দীন আহমেদ পিন্টু সভাপতি হওয়ার পর গঠনতন্ত্র সংশোধন করে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সংখ্যা ১০১ থেকে ১৫১তে উন্নীত করেন। যদিও তার সময় কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সংখ্যা ছিল তিন শতাধিক। ছাত্রদলের আগামী কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সংখ্যা কত হবে তা নিয়েই সৃষ্টি হয়েছে জটিলতা। বিএনপি হাইকমান্ড বিশেষ করে বিএনপির এক নং যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমান চাইছেন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির আকার ছোট রাখতে। ছাত্রদলের শীর্ষ নেতারাও একই সুরে কথা বলছেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের নেতারা চাইছেন কেন্দ্রীয় কমিটির আকার বড় হোক। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, যারা হল কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক বা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে স্থান পাবে না তারা যেন অন্তত কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সদস্য হতে পারে সে ব্যবস্থা থাকা উচিত। ত্যাগী নেতাদের অবশ্যই

ছাত্রদল ঃ পৃঃ ২ কঃ ৭

ছাত্রদল ঃ কমিটি

(১২ পৃষ্ঠার পর)

মূল্যায়ন হতে হবে।

এদিকে ছাত্রদলকে ঢেলে সাজানোর দায়িত্ব যিনি নিয়েছেন সেই তারেক রহমান চাইছেন কেন্দ্রীয় কমিটির আকার ছোট রাখতে। শনিবার ছাত্রদলের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে এক বৈঠকে তারেক রহমান কেন্দ্রীয় কমিটি মাত্র ৫১ সদস্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার কথা বলেছেন। ওই বৈঠকে অংশগ্রহণকারী একজন ছাত্রদল নেতা জানান, তারেক রহমানের বক্তব্য হলো, কমিটির আকার যদি বড় করা হয় তাহলে অযোগ্যরা স্থান পাবে। নেতৃত্বের জন্য কোন প্রতিযোগিতা থাকবে না। ফলে কোন যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে উঠবে না। আর কমিটির আকার ছোট হলে নেতৃত্ব পেতে নেতা-কর্মীদের যোগ্যতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। কেবল যোগ্যরাই স্থান পাবে।

ছাত্রদলের এই সমস্যা সম্পর্কে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক শফিউল বারী বাবু বলেন, যে নেতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটিতে স্থান পাবে না তিনি কোন্ যুক্তিতে কেন্দ্রীয় কমিটিতে স্থান পাবেন। তার তো বিশ্ববিদ্যালয়েরই নেতা হওয়ার যোগ্যতা নেই। তিনি বলেন, আগে অনেক অসঙ্গতি ছিল, আগামীতে তার কোন সুযোগ থাকবে না। ছাত্রদলের গঠনতন্ত্র সংশোধন করা হবে। একজন নেতা একই সঙ্গে দু'তিনটি পদ দখল করে রাখতে পারবেন না। আগামী কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সংখ্যা সম্পর্কে তিনি বলেন, সদস্য সংখ্যা হয়তো ৫১'র বেশিই হবে; কিন্তু তা অবশ্যই ১০১-এর উপরে যাবে না।

কেন্দ্রীয় কমিটির দু'টি যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদের মধ্যে একটির জন্য ইতোমধ্যেই নাম ঘোষণা করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ এই পদে অন্য কে মনোনীত হবেন তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই। ছাত্রদলের একাধিক সূত্র জানিয়েছে, কেন্দ্রীয় সভাপতি এই পদের জন্য এমন একজনকে সমর্থন করছেন যিনি দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতিতে অনুপস্থিত রয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নাম ঘোষণা করা হলেও গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক সম্পাদকসহ অন্যান্য পদের জন্য এখনও নাম ঘোষণা করা হয়নি।

কে হচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক? এ প্রশ্ন এখন অনেকের মুখে। এই পদের জন্য যাদের নাম শোনা যাচ্ছে তাদের মধ্যে রয়েছেন আসাদুজ্জামান পলাশ, আবদুল হালিম খোকন ও শহীদুল্লাহ ইমরান। ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির শীর্ষনেতা চাইছেন আসাদুজ্জামান পলাশকে সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে। উল্লেখ্য, আসাদুজ্জামান পলাশ দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে দল থেকে বহিস্কৃত ছিলেন। এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হল কমিটিগুলোর খসড়া তালিকা চূড়ান্তের পথে।

হল কমিটিগুলোতে স্থান পেতে এখনও চলছে জোর লবিং এবং গ্রুপিং। ছাত্রদলের শীর্ষ নেতারা নিজের গ্রুপের এবং এলাকার নেতা-কর্মীকে হল কমিটিতে স্থান করে দেয়ার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে অনেক অযোগ্য নেতার স্থান হবে হল কমিটিতে। আর অনেক ত্যাগী নেতার কোন স্থানই হবে না। কোন কোন নেতা হাওয়া ভবন তথা তারেক রহমানের দোহাই দিয়ে নিজের গ্রুপ ও এলাকার নেতা-কর্মীদের পক্ষে লবিং করছেন বলে ছাত্রদলের একাধিক নেতা অভিযোগ করেছেন।

মাহবুবুল হক হল কমিটির সভাপতি হিসেবে যার নাম শোনা যাচ্ছে তিনি ছাত্রলীগের কর্মী ছিলেন এবং আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে ত্যাগী নেতাদের বাদ দিয়ে নব্য ছাত্রদল কর্মীদের স্থান দেওয়ার চেষ্টা চলছে বলে ছাত্রদলের বিভিন্ন সূত্র বলছে।

অভিযোগ উঠেছে, মুহসীন হলে হিরু, বিপুব ও আবেদসহ আরও কয়েকজনকে হল কমিটিতে স্থান দেয়া হচ্ছে, যারা কি না গত সরকারের আমলে ছাত্রদলের মিছিলে হামলার সঙ্গে জড়িত।

রোকেয়া ও ফুয়েত-মৈত্রী হলে ত্যাগী নেতা-কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এই দু'টি হলে দু'জন জুনিয়র মেয়েকে সভাপতি পদে মনোনয়ন দেওয়া হচ্ছে। এদের একজন ছাত্রদল কেন্দ্রীয় কমিটির শীর্ষ নেতার আশীর্বাদপুষ্ট, অন্যজন আত্মীয়।

এছাড়া অন্য হলগুলোতেও অনেক ক্ষেত্রে ত্যাগী ও মেধাবী নেতা-কর্মীদের বাদ দিয়ে এলাকার ভিত্তিতে ও গ্রুপিং ঠিক রাখতে অযোগ্যদের স্থান দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। এ নিয়ে ছাত্রদলের অনেক নেতা-কর্মীর মধ্যে তীব্র ক্ষোভ, হতাশা ও বিরূপ প্রতিক্রিয়া।